মেহেরপুরের আমঝুপিতে সূর্যমুখী দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড়

প্রতিবছরের মতো এবারও সূর্যমুখীর হলুদ ফুলে ভরে উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি (বিএডিসি) ডাল ও তৈলভিত্তিক বীজ উৎপাদন খামার। সূর্য যেদিকে হেলে পড়ে, সূর্যমুখীর ফুলগুলোও ঠিক সেদিকেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় প্রকৃতির এই অনন্য দৃশ্য যেন তৈরি করেছে এক অপূর্ব হলুদের রাজ্য।

সবুজ মাঠের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য সূর্যমুখী ফুল মন কেড়ে নিচ্ছে দর্শনার্থীদের। এর সঙ্গে রাস্তার দুই পাশের সারি সারি নারিকেল গাছ পুরো পরিবেশকে করেছে আরও মোহনীয়। প্রজাপতির আনাগোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন দল বেঁধে আসছেন প্রকৃতিপ্রেমী ও ভ্রমণপিপাসু মানুষ। কেউ আসছেন শুধু চোখ জুড়াতে, কেউ আবার ক্যামেরাবন্দী করতে এই সৌন্দর্য।

এই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে প্রতিদিন শত শত মানুষ ভিড় করছেন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের পাশে অবস্থিত আমঝুপি ডাল ও তৈলভিত্তিক বীজ উৎপাদন খামারে। পাশ্ববর্তী জেলাগুলো থেকেও মাইক্রোবাস, কার ও মোটরসাইকেলে করে ছুটে আসছেন দর্শনার্থীরা।

জানা গেছে, দেশে বীজ ও ভোজ্য তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং স্থানীয় কৃষকদের সূর্যমুখী চাষে উৎসাহিত করতে খামার কর্তৃপক্ষ প্রতিবছরই সূর্যমুখী চাষ করে থাকে। চলতি মৌসুমে বিগত বছরের মতো এবারও সাড়ে ১৬ বিঘা জমিতে বারি সূর্যমুখী-৩ জাতের চাষ করা হয়েছে।

ফুলে ভরা এই মাঠ এখন যেন বিনোদনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ সেলফি তুলছেন, কেউ পরিবার-পরিজন নিয়ে ছবি তুলছেন। ফুল যেন কেউ নষ্ট না করে, সে জন্য খামার কর্তৃপক্ষকে আলাদা লোকবলও নিয়োগ করতে হয়েছে।

ছবি তুলতে আসা এক কলেজছাত্রী সোহাগ বলেন, এত বড় সূর্যমুখীর মাঠ একসঙ্গে আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য ক্যামেরায় ধরে রাখতে বান্ধবীদের নিয়ে এসেছি।

আমঝুপি গ্রামের এক জিহাদ জানান, নিজের এলাকাতেই এত সুন্দর দৃশ্য, না দেখে থাকা যায় না। তাই পরিবার নিয়ে চলে এসেছি।

শহর ও গ্রাম থেকে ঘুরতে আসা কয়েকজন গৃহবধূ জানান, কয়েক বছর ধরেই সূর্যমুখীর মৌসুম এলেই এখানে ছবি তুলতে আসি। এখানে এলে মনটা ভরে যায়, সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

ফুলে-ফুলে ভরপুর জেলার একমাত্র এই বীজ উৎপাদন খামার এখন শুধু কৃষি কার্যক্রমেই নয়, বরং প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের জন্য একটি আনন্দঘন ভ্রমণস্থলে পরিণত হয়েছে।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা চান মেহেরপুরের ভোটাররা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ৪ দিন। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ভোটারদের মাঝে উৎসব-উদ্দীপনা বাড়ছে; একই সঙ্গে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও বিরাজ করছে। অপরদিকে, শেষ সময়ের প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন প্রার্থী ও তাঁদের অনুসারীরা।

প্রার্থীদের কাছে সাধারণ ভোটারদের প্রত্যাশা—তাঁরা যেন কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন। ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে প্রার্থীরাও দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।

মেহেরপুরের দুটি আসনের বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ কৃষক, গৃহিণী ও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে জনকল্যাণে কাজ করার প্রত্যাশাও সাধারণ ভোটারদের।

এদিকে, নির্বাচনের আগে মেহেরপুরের মুজিবনগর ও গাংনী এলাকায় গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি ককটেল ও বোমা উদ্ধার, যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার এবং আঞ্চলিক সড়কগুলোতে ছিনতাই ও চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের আওতাধীন উজুলপুর গ্রামের কৃষক রশিদ আলী বলেন, ‘সরকার আসে সরকার যায়, আমাদের কোনো আয়-উন্নতি নেই। আমরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফসল ফলাই। কিন্তু বেচতে গেলে দাম পাই না। নতুন সরকারের কাছে দাবি জানাই, তারা যাতে আমাদের ফসলের ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা করে দেয়।’

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার ভোটার ইমদাদুল হক বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রাস্তাঘাটে ছিনতাই-চাঁদাবাজি না হয়—এমনটাই প্রত্যাশা করি।’

মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের আওতাধীন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের গৃহবধূ জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘আমরা গাংনী উপজেলার বাসিন্দা হলেও জেলা শহরের সাথে আমাদের যাতায়াত বেশি। কিন্তু কাজ থাকলেও সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে ফিরতে হয়। সন্ধ্যা নামলেই মনে ছিনতাই ও ডাকাতির ভয় কাজ করে। যিনি আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন, তাকেই ভোট দেব।’

জানা গেছে, মেহেরপুর পৌরসভা, সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন। এ আসনে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন ভোটার। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৯০, নারী ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮২ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩ জন। ১৯৯০ পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে এ আসনটিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমানতালে জয়লাভ করেছে। এবার এ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে মূল লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। বিএনপি থেকে মাসুদ অরুণ এবং জামায়াত থেকে তাজ উদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাকিরা হলেন সিপিবি-র অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ।

মাঠের বাস্তবতায় এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীর মধ্যেই। অতীতে জামায়াতের এ আসনে প্রায় ৩০ হাজার ভোটব্যাংক ছিল, যা বর্তমানে আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুরুতে বিএনপির ভেতরে কিছুটা কোন্দল থাকলেও এখন নেতাকর্মীরা একতাবদ্ধ। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে মাসুদ অরুণ এগিয়ে থাকলেও প্রচার-প্রচারণায় জামায়াতও বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ভোটার ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন। এখানে প্রার্থী তিনজন, তারা হলেন-বিএনপির আমজাদ হোসেন,

জামায়াতের নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকী। এখানেও লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। ৯১ পরবর্তি এখানেও কখনো আওয়ামী লীগ কখনও বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

কামরুল ইসলাম নামের এক বিএনপি সমর্থক বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন মনোনয়ন না পাওয়ায় দলীয় কোন্দল এখনো রয়ে গেছে। মিল্টন কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিলেও আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা তাঁদের সেভাবে মূল্যায়ন করছেন না। ফলে অনেক কর্মী হয়তো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন, যা আসনটি ধরে রাখা মুশকিল করে তুলবে।’

মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী মিছিল

মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে গণসংযোগ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহির নেতৃত্বে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এসে শেষ হয়।

মিছিল চলাকালে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। পাশাপাশি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনকে বিজয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

এসময় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, সাইদ রফিক, মেহেরপুর জেলা

ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ রাব্বিসহ পৌর ও জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

১০ তারিখ সকাল থেকে নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ, বিজ্ঞপ্তি জারি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুরের নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সকল ধরনের নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসন ৭৩ মেহেরপুর-১ ও ৭৪ মেহেরপুর-২ এ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর বিধি ১৮ অনুযায়ী ভোটগ্রহণ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ৭৮ (১) অনুযায়ী ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টা, ভোটগ্রহণের দিন এবং ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকায় যেকোনো ধরনের প্রচারণা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

এই আইনানুগ বিধান অনুসারে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত উক্ত এলাকায় সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ফুড ক্যান্টিনের উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে ফুড ক্যান্টিনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যান্টিনটির উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ এনডিসি (মেহেরপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক)।

উদ্বোধন শেষে সেখানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক খাতুনে জান্নাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ এনডিসি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আগে নারী-পুরুষ কারোই ভোটাধিকার ছিল না। তখন ছিল রাজার আইন রাজা যা বলতেন, সেটাই কার্যকর হতো, জনগণের ইচ্ছার কোনো প্রতিফলন ঘটত না। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের মতামতকে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘তথ্য আপা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব শাহনাজ বেগম নীনা এবং উপ-পরিচালক (যুগ্ম সচিব) এস এম নাজিবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের

ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন।

এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে প্রধান অতিথি জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সেলস সেন্টার পরিদর্শন করেন।

গাংনীতে সেনা অভিযানে পিস্তল ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে গাংনী সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা।

গাংনী সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন মোল্লা রিফাত রায়হানের নেতৃত্বে আজ শনিবার ৭ই ফেব্রুয়ারি ভোরে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের চরগোয়াল গ্রামের একটি কলাবাগানে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১টি দেশীয় পিস্তল ও ভারতীয় ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

সেনা সূত্রে জানায়, অস্ত্রটি চরগোয়াল গ্রামের মোঃ আতিয়ার রহমানের বাড়ির অদুরে অবস্থিত একটি কলাবাগান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গাংনী থানায় জমা দেয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, একটি দেশী পিস্তল ও দুই রাউন্ড ভারতীয় গুলি গাংনী সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে অবৈধ অস্ত্রের শংকা, প্রার্থীদের প্রচারনায় সরগরম ভোটের মাঠ

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় সরগরম ভোটের মাঠ। প্রার্থীরা নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। পাড়া, মহল্লা, মাঠঘাট ও চায়ের দোকানের মাচায় বসে চলছে ভোটারদের আলোচনা। সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে অবৈধ অস্ত্রের শঙ্কাও। প্রার্থীদের অভিযোগ ভোটের আগেই অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার না হলে নির্বাচনে প্রভাব পড়বে এবং ভোটার উপস্থিতি কম হবে বলে আশংকা করছেন সব দলের প্রার্থীরা।

পুলিশের তথ্যমতে, গেল বছর, মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২২টি আগ্নোস্ত্র, ২৭ রাউন্ড গুলি, ৬টি কার্তুজ, ৮টি ম্যাগজিন উদ্ধার করেছেন আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী। একই সাথে বেশ কিছু বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও দেশীয় ধারালো দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে আইন শৃংখলা রক্ষাকরী বাহিনী।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি প্রধান ও সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুর। শতকরা ৯৫ শতাংশ মানুষ কৃষিতে নির্ভরশীল। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নসহ নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রার্থীরা কোমর বেধে নেমেছেন প্রচারনায় । সকাল থেকে রাত অবধি ভোটারদের কাছে ছুটছেন প্রার্থীরা।

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ করবে এমন প্রার্থীকেই ভোট দিতে চান ভোটাররা। কিন্তু নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে অবৈধ অস্ত্র। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাটিতে প্রায় ৬৬ কিলোমিটার সীমান্তের পুরোটাই কাটাতার দিয়ে বেষ্টিত। তার পরও বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে প্রবেশ করছে অবৈধ অস্ত্র। প্রশাসনের অভিযানে তা ধরাও পড়ছে। বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হওয়া ও অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার হতে পারে নির্বাচনে। এবং ফলাফলেও প্রভাব পড়তে পারে এমন শংকা প্রার্থীদের মধ্যে।

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য

পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৯২ হাজার ৯৭৭ জন এবং নারী ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯৭ জন। হিজড়া ভোটার ৬ জন এবং নতুন ভোটারের সংখ্যা ৩১ হাজার ৭১৪ জন।

মুজিবনগরে স্যানিটারী দোকান থেকে লতা পাইপ চুরি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে একটি স্যানিটারী দোকান থেকে প্রায় ৬০০ ফিট লতা পাইপ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে জুম্মার নামাজ চলাকালীন সময়ে বাজারে লোকজন কম থাকায় এ চুরির ঘটনা ঘটে।

সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুর আনুমানিক ১টা ৩০ মিনিটের দিকে চার রাস্তার মোড় থেকে একটি ভ্যান নিয়ে এক ব্যক্তি কেদারগঞ্জ বাজারে আসে। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করার পর সে ঝর্ণা স্যানিটারীর সামনে রাখা লতা পাইপের একটি বান্ডিল ভ্যানে তুলে নেয়। পরে কেদারগঞ্জ বাজার থেকে আট কবর এলাকার দিকে চলে যায়।

এ বিষয়ে ঝর্ণা স্যানিটারীর স্বত্বাধিকারী রিপন আলী জানান, নামাজের সময় দোকানের সামনে লোকজন না থাকায় চোর সহজেই পাইপগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে বিষয়টি জানতে পেরে তিনি দোকানে স্থাপিত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে চুরির বিষয়টি নিশ্চিত হন।

গাংনীতে বিএনপির কার্যালয়ের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ইস্তাদুল হক তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, মেহেরপুর কালেক্টরীর অধীন ১৯ নং দক্ষিণ শালিকা মৌজার অন্তর্গত আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক ও আরএস-৩১০৬ দাগের ৩২ শতক জমি আরএস- ৬৬০ খতিয়ানে এবং আরএস-৩০৭২ দাগে ২০ শতক আরএস- ৪৬০ নং খতিয়ানে জমির মালিক তাহাজ উদ্দিন সেখ। তাহাজ উদ্দিন সেখ মারা গেলে তার মেয়ে ছায়রা খাতুন, আমিরন নেছা ও ছেলে আক্তারুল ওয়ারিশ সূত্রে ওই জমির মালিক এবং দখলদার ছিলেন। অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হলে তাদের অংশের জমি বিক্রয় করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ শুরু করেন। ওই জমি ক্রয় করতে ইস্তাদুল হক আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে ২০১৪ সালের ২২ অক্টোবর ৫৯৫৬/১৪ নং রেজিষ্টি কবলা দলিল মূলে আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক জমির মধ্যে ১৬.৫০ শতক এবং আরএস ৩১০৬ দাগের ৩২ শতক জমির মধ্যে ১৩.৫০ শতক এবং আরএস ৩০৭২ দাগের ২০ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক মোট-৪০ শতক জমি ইস্তাদুল হক ক্রয় করেন। জমি ক্রয়ের পর থেকে দীর্ঘ ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইস্তাদুল হক ওই জমিতে বিভিন্ন ফসল চাষ-আবাদ করে আসছেন। বর্তমানে ওই জমিতে গম ও কলার আবাদও করেছেন ইস্তাদুল হক।

তবে দীর্ঘ বছর পর ক্রয়কৃত ওই জমি নিজেদের শরীক দাবি করে কদর আলী ও তার ভাড়াটিয়া জাইদুল এবং ছাকাত ওই জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জমি নিয়ে ইতিপূর্বে কদর আলী মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে ২০১৩ সালে একটি মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং মেহেরপুর দেং- ৮৩/২০১৩। ২০১৭ সালের ২২ আগষ্ট চূড়ান্ত শুনানীতে মামলাটি খারিজ করে দেয় আদালত।

মামলাটি খারিজের পর ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর কিটনাশক স্প্রে করে গম এবং গত ৬ জানুয়ারি জমির সমস্ত কলা গাছ কেটে তছরুপও করে। এছাড়াও বর্তমানে প্রকাশ্যে ইস্তাদুল হককে হত্যা এবং জমি দখল করার হুমকি দিচ্ছে তারা। বর্তমানে ইস্তাদুল হকের দায়ের করা একটি মামলা সহকারী জজ আদালতে চলমান রয়েছে। যার মামলা নং মেহেরপুর দেং- ৩৩/২৬।

ইস্তাদুল হক বর্তমানে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন এবং তিনি প্রশাসনের নিকট সু-বিচার দাবি করেছেন।